দৈনিক সংবাদ

25

তারিখ ... 05 SEP 199...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... 2

৩০

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ গঠনের সুপারিশ ও নীতিমালা প্রণয়ন

॥ জাফর ওয়াজেদ ॥

চট্টগ্রাম, ৪ঠা (সেপ্টেম্বর।— চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ গঠনও নীতিমালা সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ন কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাজমান পরিস্থিতিতে শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ গঠনের সুপারিশ করেছেন। সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটির পেশকৃত ৩টি সুপারিশ আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর আহূত সিণ্ডিকেটের বিশেষ সভায় চূড়ান্ত করা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর আগে গত ৩১শে আগষ্ট অনুষ্ঠিত সিণ্ডিকেট সভায় এ নিয়ে বিশদ আলোচনাও হয়। তবে কোন সুহারাহা হয়নি।

শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা ও অধিকতর উন্নয়ন করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ গঠন বাঞ্ছনীয় বলে কমিটি সুপারিশ করেছে।

পরিষদের রূপরেখা

সুপারিশে শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ গঠনের রূপরেখা প্রদান করা হয়। এতে উপাচার্য পরিষদের সভাপতি এবং প্রক্টর সদস্য সচিব থাকবেন। কমিটির সদস্য হবেন উপ-উপাচার্য, সকল অনুষদের ডীন, রেজিষ্ট্রার, হল প্রাধ্যক্ষ, চাকসু কোষাধ্যক্ষ, শরীর শিক্ষা বিভাগের পরিচালক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক এবং কর্মকর্তা সমিতি, কর্মচারী সমিতি ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদকের যে কোন একজন। এছাড়া ছাত্র প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে কমিটির সুপারিশে বলা হয়, কর্তৃপক্ষের জানামতে বছরাধিককাল ধরে যে সব ছাত্র সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের সাংগঠনিক তৎপরতায় নিয়োজিত রয়েছে এবং বিভিন্ন দাবী-দাওয়া বা ইস্যু নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে সে সব সংগঠনের প্রতিটির ২ জন করে প্রতিনিধি পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্রছাত্রী হতে হবে।

সিণ্ডিকেটের গত সভায় ছাত্র প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারটির সুহারাহা হয়নি। ২ জন সদস্য পরিষদ গঠনেরও বিরোধিতা করেন। ইসলামী ছাত্র শিবিরও পরিষদ গঠনের বিরুদ্ধে।

পরিষদের নীতিমালা

শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের নীতিমালায় ১১টি সুপারিশ করা হয়েছে। এই নীতিমালা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে সুষ্ঠু, স্বাভাবিক, সুস্থ, সাবলীলও শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং যে কোন ধরনের অবাঞ্ছিত অসামাজিক, সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড বিশৃংখলা সৃষ্টি, অস্ত্র ধারণ ও ব্যবহার প্রতিরোধ ও প্রতিকারকল্পে শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে কার্যাবলী পরিচালনা করবে বলে সুপারিশ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে কোন শিক্ষার্থী বা ছাত্র সংগঠন একক বা সমষ্টিগতভাবে বহিরাগতদের সমন্বয়ে বা সহযোগিতায় কোন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক সংরক্ষণ বা ধারণ, বহন ও ব্যবহার এবং কোন রকম ত্রাস বা সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে পারবে না ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি হুমকির কারণ হবে না, এমনকি পরস্পরের প্রতি অসৌজন্যমূলক আচরণও করতে পারবে না।

নীতিমালায় গুরুত্বসহকারে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন বোধে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের সহায়তায় মাদকদ্রব্য, আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক ইত্যাদি উদ্ধারে যে কোন সময় হলসহ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের যে কোন স্থানে তল্লাশি চালাতে পারবেন।